সকালেঘুম ভেঙে যেতেই তুষারের মনে হল আজ দিনটা আর পাঁচটা দিনের থেকেএকটু আলাদা। কেন আলাদা তা অবশ্য ওর জ
ানা নেই। সত্যি কথা বলতে আলাদাহবার মত কোন কারণও নেই। গায়ের চাদর সরিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতেগিয়ে ঘড়িটার দিকে
চোখ পড়ল, তখন এরকম মনে হওয়ার কারণটা খানিকটাআন্দাজ করতে পারল তুষার। মোটে ছটা বাজে। এত সকালেই কখনোই
ওঠেনাও, আসলে কেউই ওঠে না। ওদের রাত শু হয় বারোটার পর, শুতে শুতেএকটা দেড়টা, পরীক্ষার সময় তো আরো বেশী। ত
াই দিনের ভাগের সকালটাকে রাত তার নিজের ভাগেনিয়ে নেয়। অন্যদিন হলে তুষার আবার ঠিক ঘুমিয়ে পড়ত। আজ কিন্তু অ
ারইচ্ছে হল না। ঘরের দরজা খুলে মুখ ধোবার জন্য বেরিয়ে এসে ওর যে অনুভূতিটাহল তাকে ভাষায় প্রকাশ করলে বলতে হয় ব
া। এরকম অনুভূতি কিন্তুসচরাচর তুষারের হয় না। ঠান্ডা এখন অনেক কমে গেছে। তবু সকালের দিকেখানিকটা শীত শীত ভাব থ
াকে। গায়ে চাদর দিয়ে বেরোতে হয়। ছটায় এখন ভালোইআলো আলো হয়ে যাবার কথা, কিন্তু চারিদিকে এত কুয়াশা হয়েছে যে
দিনেরঘুম এখনো ভেঙেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কুয়াশা এত ঘন যে সামনের হাউসিংটাপর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাটাও দেখা য
াচ্ছে না, মাঝে মাঝেসাইকেলের বেলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে শুধু। একটা লরি গেল বোধ হয়হেডলাইট জ্বালিয়ে, শুধু হেডল
াইটটাইদেখা গেল। অবশ্য এই সময় কুয়াশা হয়, হয়ত রোজই হয়। লাল গেঞ্জিটা কালবিকেলে কেচে দিয়েছিল। সারা রাতে য
াওবা শুকিয়েছিল সকালে এই কুয়াশায়আবার ভিজে গেছে। একটা নতুন বারকরতে হল। চিৎকার করে গেঞ্জিকেকয়েকটা বাছাই
করা গালাগাল দিল তুষার। থার্ড ইয়ারের পরীক্ষারখুব বেশী দেরী আর নেই। দিন পনেরোর মধ্যেই হয়ত ষ্টাডি লিভ পড়েযাবে।
এই সময় থেকে টেনশন শু হয়। সারাবছর তো পড়াশোনার সঙ্গে বিশেষসম্পর্ক থাকে না। অবশ্য সেটাই একরকমরীতি। হষ্টেলে
সবাই স্টাডিলিভেই পড়ে। তাই করেই সবাই পাশওকরে। ফার্স্ট ক্লাশও পায়। সবই হয়। কিন্তু ওরা কতটুকু জানে ওদেরসাবজেক্ট স
ম্পর্কে। কোনরকমে মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায়উগরে দেওয়া। সেদিন ওদের সিনিয়ার সুশান্তদাকে সেই কথাটাই বলতেচাইছিল
ও। যাকগে, সে সমস্ত বড় বড় কথা। এখন কিন্তু ষ্টাডি লিভেরওআর বেশী দেরী নেই, তাই একবার একটু পড়াশোনা করতেই হয়।
এইসত্যটা দু একদিন হল তুষার উপলব্ধি করেছে। ---সকালে কেষ্টদারদোকানের এক ভাঁড় চা পেটে না পড়লে আবার পড়ায় মন
বসানো মুসকিলহয়। কিন্তু হোস্টেল থেকে বেরিয়ে চৌমাথায় গিয়ে কেষ্টর দোকানেচা গিলে আড্ডা মেরে আসতে আসতে অন্ততঃ
আধঘন্টা বা তারও বেশী সময়নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে সেজন্য ঘরে নিজেদের চায়ের বন্দোবস্ত রাখে।তাদের দেখাদেখি তুষারও
কিছুদিন চেষ্টা করেছিল, ওর পোষায়নি।একেতো ঝামেলা, তার ওপর ওই প্রভাতী আড্ডার নেশাটা চা এর নেশারথেকে যে কোন
অংশে কম নয় তাও বোঝা গিয়েছিল। আজ কিন্তু ওকে ঘরেই চাবানিয়ে খেতে হল। এত সকালে কেষ্টদার দোকান খুলবে কিনা কে
জানে। ওদেরহস্টেলের তিনতলার ভোলেবাবা লবির সাতচল্লিশ নম্বর ঘর তুষারের।সবাই সিঙ্গল ম পায় না। তবে তুষার পেয়েছে।
না পাওয়ার কোন কারণও নেই। এই সব জিনিস পেতে গেলে যে সমস্ত কোয়ালিফিকেশন আরঅ্যাক্টিভিটি প্রয়োজন তাতে ও কোন
ফাঁকি রাখে নি। সে যাক্সাতচল্লিশ নম্বর ঘরের দরজার বাইরে বড় বড় করে লেখা আছে"কোয়ায়েট প্লিজ, দি বস্ ইস অ্যাস্লিপ"।
বোধহয়সেই কারণেই এই ঘরে সব চেয়ে বেশী হুল্লোড় হয়। লেখাটা অবশ্য তুষারেরনয়, কার কে জানে, ও এসে থেকেই দেখে অ
াসছে। লেখাটা পড়লে যে প্রত্যাশাজাগে ঘরের ভেতরে ঢুকলে সেটা ভালমত ধাক্কা খায়। দরজা খুললে জামাকাপড়ের স্তুপ, ঝুলন্ত
মশারি, ছড়ানো ছিটোনো বই খাতার মাঝে সবারআগে যে জিনিসটা চোখে পড়ে সেটা হল একটা পোস্টার। যাঁরপোস্টার তিনি
গুরও গু অমিতাভ। এই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সকালসন্ধে অনেক ছেলেই 'যেন তোমার মত হতে পারি' এই প্রার্থনা করে।কোন
অকেশনে হোস্টেলে ফুল মালাটালা এলে এনার ভাগ্যেও একটা জোটে। এমনকি ছবির নীচে তুষার একটা ধূপ গোঁজার জায়গাও
করে দিয়েছিল। ধূপ অবশ্যকোনদিন জ্বালানো হয় নি। ঘরে অমিতাভজী নিঃসঙ্গ এমন ভাবার কোন কারণ নেই।তুষার সেরকম
অবিবেচক নয়। তাই সঙ্গদানের জন্য চিত্রজগতের বেশ কয়েকজননায়িকাও রয়েছেন এই ঘরে। তবে ঘরের দেওয়ালে আকৃতি আর
গুত্বেঅমিতজীর পরেই যাঁর স্থান তিনি স্টেফিগ্রাফ। টেনিসের এই উজ্জ্বলনক্ষত্রটির প্রতি তুষারের 'বিশেষ' দুর্বলতা সর্বজনবিদিত।এছ
াড়াও অবশ্য মারাদোনা, শচীন, ম্যাডোনা সহ ক্রীড়া ও চিত্রজগতের আরও অনেকব্যক্তিত্ব-কে খুঁজলে এই ঘরে পাওয়া যেতে পারে।
কিন্তু এঁদের মধ্যে দলছুট হয়েএকজন এসে পড়েছেন এবং আসা ইস্তক ইনি অত্যন্ত সংকুচিত ভাবেতুষারের বুক শেলফের এক কোণে
আছেন। ইনি হলেন ঠাকুর ওঙ্কারনাথ।যতদূর জানা যায় তুষারের মা এটা ছেলের সঙ্গে দিয়েছিলেন এই আশায় যেবাড়ির বাইরে হ
াজারো বিপদ আপদে বাবা তাঁর ছেলেকে রক্ষা করবেন।তার বিনিময়ে সকাল সন্ধে একটা করে প্রণাম। বলা বাহুল্য তুষারেরমায়ের

সে আশা পূর্ণ হয় নি প্রণামও উনি পান না। হয়ত তাই বিপদেআপদে ছেলেকে রক্ষা করার কোন ইচ্ছাও তাঁর নেই। তবু উনি অ
াছেনহয়ত এই আশায় যে যদি অন্ততঃ পরীক্ষার আগে একটা প্রণামপাওয়া যায়।
প্রচন্ড্যাঁক খেতে হল তুষারকে। স্বাভাবিক; কারণ যে সুরজিত, ল্যাটা,ভোলা রোজ সকালে গায়ে জল ঢেলে, নাকে গুঁড়ো মাজন
দিয়ে তুষারকে ঘুমথেকে তোলে তারা আজ যথা সময়ে এসে দেখল গু বই নিয়ে পড়তে বসেছে। এরাতুষারের ফলোয়ার। আরও অ
াছে। সম্প্রতি কতকগুলো ঘটনার পরতুষারের ফলোয়ারের সংখ্যা এখন খুব কম নয়; আর সে সম্পর্কে ও নিজেও মোটেই উদাসীন
নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পক্ষ থাকলে বিপক্ষও থাকে।এখানেও আছে ওই ব্ল্যাক আউট লবির কয়েকটা ছেলে সমীর, সুজয়, আর
বিশেষকরে ওই----আশীষ। আশীষের নামের আগে শূন্যস্থানটা তুষার সব সময়একটা চার অক্ষর আর একটা পাঁচ অক্ষরের
বিশেষণ দিয়ে পূর্ণকরে দেয়। ছেলেটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। এমন একটা ভাব করেথাকে যেন মহাবিজ্ঞ, এদিকে কাজের বেলা
একটি দু-অক্ষর' অথচ মুখেবাতলিং এর শেষ নেই। অসহ্য! যদিও আশীষ তুষারের থেকে একবছরেরসিনিয়ার, তবু সে সব
সিনিয়রিটি ফিটিকে তিন বছর পরে আর পাত্তা দেয় নাতুষার। ওর পেছনে এককালে কম কাঠি দেয় নি ওই আশীষের বাচ্ছা। তাই
এখনসুযোগ পেলে তুষারও ছাড়ে না। আশীষের ওপর তুষারের এত রাগ কেন ওনিজেই একদিন চিন্তা করে দেখেছিল। এককালে
যখন তুষার নতুন ছেলে তখনআশীষ ওকে কম জ্বালায় নি। সেটা একটা কারণ; কিন্তু শুধুই কি তাই! সেরকম তে া আরও কেউ
কেউ আছে। তবে? তুষার কি অনেক ক্ষেত্রেআশীষকে ওর কম্পিটিটর মনে করে। বেশী চিন্তা ভাবনা তুষারেরধাতে সয় না।
.....হস্টেলের একটা কমিটি আছে, দাদাদের কমিটি। যদিও সেটা খুব সাংবিধানিক নয়, তবুও সেটা আছে, এবং বেশ ভালোভাবেই
আছে।দাদাদের সেই অঘোষিত কমিটিতে অবশ্যই তুষার আছে, নির্মাল্যদা আছে, বিজনআছে, আর দুঃখের বিষয় ওই----- অ
াশীষটাও রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছেআশীষও দুর্বল প্রতিপক্ষ নয়, সেও দাদা, তারও ফলোয়ার আছে;তাই তুষার আশীষের
ডুয়েল মাঝে মাঝে বেশ উপভোগ্য হয়।
সকালেখাবার সময় আজ একচোট ঝামেলা হল। ইদানীং এত জঘন্য রান্না হচ্ছে যে বলারকথা নয়। আজ আবার তার ওপর রান্না
হয়েছে কম। ডিমও কম ছিল। তাই সবারভাগে জোটেনি। ছেলেরা যে খচবে খুবই স্বাভাবিক। সকাল বেলা এইসব ঝামেলাএকদম ভ
াল লাগেনা ওর। সারাদিন মেজাজটা খিঁচড়ে থাকে। আর এই শুত্রবারটা এমনিতেইপ্রচন্ড বোরিং। পর পর ক্লাস, থিওরি, প্র্যাকটিক্য
াল, আবারথিওরি! সাড়ে দশটা থেকে টানা সাড়ে চারটে পর্যন্ত। ক্লাশ খুব একটাকাট মারাও যায় না, কারণ ওদের পার্সেন্টেজের
কড়াকড়ি আছে। আজ কিন্তুক্লাশ শুরু হবার আগেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা এর আগে কখনো ঘটেনি। হয়তআজকের দিনটা অ
ালাদা তাই।
তুষারডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখল তখনো কেউ আসেনি। অবশ্য আসার সময়ও তখন হয় নি।এই সময় সাধারণতঃ সবাই যা করে থ
াকে তুষারও তাই করছিল। সিগারেটেরআগুন যখন মাঝামাঝি তখন দেখা গেল সুপর্ণারা আসছে। তার মানে দশটারট্রেন ঢুকে
গেছে। রোজই এই দশটার ট্রেনেই সেকেন্ডইয়ারের এই ব্যাচটাআসে সুপর্ণা, সুতপা, মীনাক্ষী, কাকলি। প্রথম জন ছাড়া বাকিদেরস
ম্বন্ধেযা বলা হল তাই যথেষ্ট, কিন্তু প্রথম জনের আরও একটাপরিচয় আছে। সুপর্ণা অসাধারণ সুন্দরী একথা যদি শুধু তুষার বলত
তা হলেতার না হয় অন্যরকম অর্থ করা যেত। কিন্তু একথা সবাই বলে। অন্ততঃ ওদেরসায়েন্স ফ্যাকালটির মধ্যে যে সুপর্ণার ধারে ক
াছে কেউ আসতে পারে না এবিষয়ে সকলেই একমত। বহু ছেলেরই সুপর্ণাকে ফ্যান্টাস্টিক লাগে,তুষারেরও লাগে। কিন্তু মজা হচ্ছে
সুপর্ণা সম্পর্কে সেরকম কোনো গল্পও কেউ কখনো শোনে নি। দু বছর হয়ে গেল, নিরাশ হয়ে অনেক রোমিও হাল ছেড়েদিয়েছে।
তবু এখনো ওর পেছনে যত ইট আছে তাই কুড়িয়ে খুব বড় না হলেও ছোটখাট একটা বাড়ি অনায়াসে বানিয়ে ফেলা যায়। একটা
ইট তুষারও পেতেরাখতে পারত, কিন্তু এই ইঁট পাতাপাতিওর একদম পছন্দ হয় না। এটা কি কেরোসিন তেলের লাইন নাকি?
মেয়ে দেখলেই গলে যায়, যখন তখন যার তার প্রেমে পড়ে যায়এমন ছেলে তুষার নয়। এদিকে দিয়ে ওর যথেষ্ট সুনাম আছে। যদিও
এইসবপ্রেম ট্রেম ব্যাপারগুলো তুষারের পুরোপুরি বোধগম্য হয় না,তবু যতদূর পারা যায় চিন্তা করে ও দেখেছে যে সুপর্ণাকে.....।
তাইবলে কিছু বলা টলা বা করা টরার কথা ও চিন্তা করে না, যদি না বলেদেয়, আর সেটারই সম্ভাবনা বেশী। আরও একটা
মুশকিল আছে, সেটা কিছুগুতর। সেটা হল সুপর্ণার সঙ্গে তুষারের পরিচয় থাকলেও আলাপ নেই।এক জায়গায় পড়ে তাই দেখা
হয়, কখনো কখনো চোখাচোখি হলে দুজনে একটুহাসার চেষ্টা করে এই পর্যন্ত। কিন্তু আজ যেন কী হল, সুপর্ণা হাসল,একটু যেন
বেশীই। তারপর! তারপর কি তুষারের দিকেই এল? সুতপারাডিপার্টমেন্টের ভিতরে ঢুকে গেছে। সুপর্ণার তুষারের কাছে এল। এব
ারকি ও তুষারের পাশে বসবে। হাতে হাত রাখবে, বলবে... টেনশনে হাতেসিগারেটের ছ্যাঁকা খেল তুষার।
"তুষারদা, তোমার কাছে পার্ট ওয়ানের টেন ইয়ার্স কোশ্চেন আছে? আমাকে দিতেপারবে? দেখনা আমি কার কাছে পাচ্ছি না।"
শুধু কোশ্চেন। তুষার ভাবল বলে----তোমার জন্যে আমি সাপের মাথার মনিও এনেদিতে পারি, এনে দিতে পারি মানসসরোবরের স্ব
র্ণকমল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সব আর কিছুই বলা হল না!
"আছেমনে হয়, খুঁজে দেখব।"

"যদিপাও তাহলে কাল নিয়ে এসো না।"
সুপর্ণাচলে গেল। আনন্দের চোটে কনফিডেন্স বেড়ে গেল তুষারের। ক্লাসেরপারফরম্যান্সেই সেটা বোঝা গেল।
দুটোক্লাস করে ক্যান্টিনে গিয়ে দেখল শান্তনুরা রয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলাযায় শান্তনু তুষারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দাণ গান করে শান্তনু।দাণ বলতে ওদের লেভেলে দাণ। তাই শান্তনু এলে জমে যায়। আজও সেইনিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হচ্ছিল না। শান্তনুর গান আর তুষারের টেবিল বাদ্যযখন রীতিমত জমে উঠেছে তখনই সুপর্ণারা ক্যান্টিনে এল। শান্তনুকে আজকেরঘটনাটা বলতে হবে, তুষার ভাবল। পরে আবার নিজেকে গুটিয়ে নিল। কিবলবে! এটা কি কোনো বলার মত ঘটনা! অন্যদিন ক্যান্টিনে সুপর্ণারা ওদেরদিকে ফিরেও তাকায় না, আজ কি দু-একবার তাকাল?
তুষারএমন কিছু অসাধারণ ছেলে নয়, বরং খুবই সাধারণ বলা যায়; পড়াশোনা খেলাধূলা সবেতেই মোটামুটি। এরকম ছেলে বহু আছে এই পৃথিবীতে। তবুও এটাতুষারের একটা মহৎ রোগ যে ও কিছুতেই নিজেকে ঠিক সাধারণের পর্যায়েনামিয়ে আনতে পারে না। এই গতানুগতিক লেখাপড়া, একটা কেরানিরচাকরি, কয়েক বছর পর একটা বিয়ে, তার কয়েক বছর পর কটা ছানাপোনাএই কলুর বলদের জীবন অসহ্য মনে হয়। কিন্তু তার বদলে কি সে সম্বন্ধেও কোনোপরিষ্কার ধারণা নেই তুষারের। কাব্য কলার ছিটেফোঁটা নেই ওর মধ্যে।কলেজ ইউনিয়নের ও মেম্বার; সেখানেও খুব ভাল লাগে নি। কেমন যেন বোকাবোকা ব্যাপার সব। আর এখান থেকে এরকম আশা করাও বাতুলতা। বাপ মাছেলেকে এত খরচা করে এতদূর পড়তে পাঠিয়েছেন। লাভ ক্ষতির একটাহিসাব তাদের মনেও আছে। সে কথা তুষার জানে। বাপের হোটেলে আর কদিন?তারপর.....। কেরানির চাকরি? তাই বা কোথায়? দু-একটা চাকরিরপরীক্ষা দিতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেছে তুষারের। দেশেআনএমপ্লয়মেন্টের চেহারাটা বুঝেছে। মাঝে মাঝে তাই ভীষণঅস্থির লাগে, নিজেকে যেন বিপন্ন মনে হয়।
বিকেলেআজ ইন্টার হোস্টেল খেলা ছিল ফুটবল। বি-এড্ হোস্টেলের সঙ্গে খেলায়ওরা জিতেছে। তুষার ফুটবল খুব একটা ভালো খেলে না। তবু হোস্টেলটিমে চান্স হয়ে যায় কেউ কেউ বলে যেহেতু তুষার তাই চান্স পায়।
আজসন্ধে থেকে হোস্টেল ফাঁকা। কারণটা খুব স্পষ্ট। ওদের ধারে কাছেতিনটে সিনেমা হল আছে। সবচেয়ে কাছে কল্যাণী। তাতে আজ খুদাগাওয়া রিলিজকরেছে। গুর বই। আর নিচুতলা স্টেশন রোডের উপর মুখোমুখিদুটো হল রামকৃষ্ণ আর সারদামণি। রামকৃষ্ণতে চলছে ডোবারম্যানগ্যাঙ আর সারদামণিতে জওয়ানী যোলা সাল কি। এমন মণিকাঞ্চন যোগ এদিকে বড়একটা দেখা যায় না। এমন দিনে তুষার ফাঁকা হোস্টেলে শুধু শুধু পড়েরয়েছে এটা নিতান্তই অবিশ্বাস্য ঘটনা। তবুও হয়ত আজ দিনটা একটুআলাদা বলেই তুষারের কোথাও যেতে ইচ্ছা হল না। আজ ওর মন ভাল নেই,আবার খারাপও নেই। .....আজ কি পূর্ণিমা? না হলেও তার খুব কাছাকাছি হবে।জলে ভেজা স্লেটের মত আকাশে চাঁদ উঠেছে। কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়াঅন্ধকার ওদের খেলার মাঠের চারিদিকে ঘন হয়ে জমে রয়েছে। তুষার বসে ছিলওদের গোলপোষ্টের পেছনে সিমেন্টের স্ল্যাবটার ওপর। হাতে মাউথঅরগ্যান। বলা হয় নি, তুষার কিন্তু মাউথ অরগ্যান বাজাতে পারে; ভাল নাহলেও মোটামুটি। হোস্টেল কলেজের টুকটাক্ প্রোগ্রামে কাজচালিয়ে দেয়। লোডশেডিং হয়ে গিয়েছে। হোস্টেলে জেনারেটর লাইনও দেয়নি। চারিদিকে খোলা অন্ধকারের মাঝে রাস্তার ওধারেহাউসিংগুলোর জানলায় দু-এক টুকরো চৌকো আলো। দূরে কোথাওমাইক বাজছে, অনেক দূরে; মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ভেসে আসছে দু-একটাকলি। .....কাল কোশ্চেন দেওয়ার সময় কি বলবে সুপর্ণাকে? ..... চাঁদেরআলোয় বসে থাকতে থাকতে 'সোলে'র ওই সিনটা মনে পড়লতুষারের। অমিতাভ ঘরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে, মুখে মাউথঅরগ্যান। আকাশে চাঁদ, আজকেরই মত। সামনে ঠাকুর সাহেবের বাড়িরবারান্দায় জয়া ভাদুড়ী, একটা একটা করে বারান্দার আলোগুলো নিভিয়ে দিচ্ছে।শেষ আলোটাও নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার বারান্দায় যেন হারিয়ে গেল সুপর্ণা।
দিনশেষ হয়ে রাত এল। তবু তুষার বুঝতে পারল না আজকের দিনটা আলাদাকেন।